দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 JUL 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

কৃষি কলেজসমূহকে স্বায়ত্তশাসন দানের প্রস্তাব নাকচ

শাহজাহান সরদার ॥ দেশের কৃষি কলেজসমূহকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় নাই। কৃষি সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এবং মন্ত্রণালয়ের

(১০ম পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

কৃষি কলেজ

(প্রথম পৃঃ পর)

সুপারিশ মতে কৃষি কলেজসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রস্তাব : মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে পেশ করা হয়। কোন্ প্রেক্ষাপটে বা কি উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে মন্ত্রী পরিষদে এই বিষয়গুলি উত্থাপনের পর স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। স্বায়ত্তশাসনভোগী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বর্তমান বিশৃংখল অবস্থা, শিক্ষার মান, পরিবেশের ক্রমাবনতির কথা বিবেচনা আনিয়া বলা হয়, স্বায়ত্তশাসনের কারণে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য সরকার কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করিতে পারিতেছে না। স্বায়ত্তশাসন দিলে কৃষি কলেজসমূহের ক্ষেত্রেও একই অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

বাংলাদেশ কৃষি কলেজ, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ ও হাজী মোঃ দানেশ কৃষি কলেজ বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন। কৃষি কলেজের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের পরিবর্তে অন্যান্য যে কোন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণের বিষয়ে 'একনেক' সভায় একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় কৃষি কলেজসমূহকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করা এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য 'কৃষি শিক্ষা সেল' গঠন করিয়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কলেজসমূহ ন্যস্ত করার সুপারিশ করে। কিন্তু কৃষি কলেজসমূহ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে না আনিয়া সরাসরি স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের নিকট হইতে দাবী আসে। এই প্রেক্ষিতে কৃষি সচিবের নেতৃত্বে কমিটি এবং পরবর্তীতে একটি উপকমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি কৃষি কলেজসমূহকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়া মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদনের জন্য একটি খসড়া অধ্যাদেশ প্রণয়ন করিয়া পাঠায়। সুপারিশ অনুমোদন করা না হইলেও মন্ত্রী পরিষদ কৃষি কলেজসমূহের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউটের হাতে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা, কারিকুলাম ও ডিগ্রী প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করিয়াছে।